09-08-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণা তখনই হবে, যখন দেহী - অভিমানী হতে পারবে, দেহী - অভিমানী যে বাচ্চারা হবে তাদেরই বাবার স্মরণ থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি ভুলের কারণে মনুষ্য আত্মাকে নির্লিপ্ত বলে দিয়েছে?

*উত্তরঃ - মানুষ 'আত্মাই পরমাত্মা' বলে দিয়েছে, এই ভুলের কারণে আত্মাকে নির্লিপ্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু নির্লিপ্ত তো হলেন একমাত্র শিব বাবা, যাঁর দুঃখ - সুখ, মিষ্টি - কটূর কোনো অনুভব নেই। আত্মা তো বলে থাকে, অমুক জিনিস টক। বাবা বলেন, আমার উপরে কোনো জিনিসেরই প্রভাব পড়ে না, আমি এই সবকিছুর বাইরে, তাই নির্লিপ্ত, আমি জ্ঞানের সাগর, আমি সেই জ্ঞানই তোমাদের শোনাই।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । এ'কথা কে বলেছে? আত্মারা এই অর্গ্যান্সের দ্বারা বলেছে । আত্মা হলো শান্ত স্বরূপ। আমি আত্মা যখন এই শরীর পাই, তখনই টকি হতে পারি । শরীর দ্বারা অনেক প্রকারের কর্ম করি । প্রথম প্রথম এই কথা নিশ্চিত করতে হবে । অন্য সৎসঙ্গে মানুষ, মানুষকে শোনায়, তাদের দেহধারী বলা হয় । বলবে, অমুক মহাত্মা বসে আছে । এখানে এই কথা নেই। তোমরা বুঝতে পারো, আমরা তো আত্মা, এ হলো আমাদের শরীর রূপী অর্গ্যান্স। আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা শুনছে, যাঁর একমাত্র নাম শিব। এই সময় বাচ্চারা শোনার জন্য বসেছে । কে শোনান ? অসীম জগতের পিতা । যখন পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তখন বুদ্ধিযোগ উপরের দিকে চলে যায় । শিবের অর্থ বিন্দু । আত্মাও বিন্দু, আর পরমাত্মাও বিন্দু, কিন্তু তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তিনি হলেন বাবা, আর আত্মারা বাচ্চা । তোমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা আমাদের পারলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছি । বাচ্চারা, তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে । অন্য সব জায়গায় মানুষ, মানুষকে বোঝায় । কেউ গীতা পাঠক হলে সেও গীতাকে স্মরণ করে বলবে, গীতাতে ভগবান এই - এই কথা বলেছেন। তারা মনে করে, ভগবান সাকারে এই গীতা শুনিয়েছিলেন। কেউ কেউ বসে আবার বেদ শাস্ত্র শোনায় । বেদ তো মানুষ রচনা করেছিলেন। নিরাকার ভগবান তো আর বেদ রচনা করবেন না। ব্যাস তো মনুষ্যই ছিলেন। ব্যাসকে পরমাত্মা বলা হবে না । পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন বিন্দু । বাচ্চারা সবাই সাকারে, সাকারী রূপ। বাবা তো হলেন নিরাকার।

বাবা বলেন, আমি তো কখনোই ছোটো - বড় হবো না । তোমরা ছোটো - বড় হও। আমাকে তো পরমপিতা বলা হয় । মনুষ্য প্রথমে বালক হয়ে তারপর বড় হয়ে বাবা হয়, তারপর আবারও ছোটো বালক হয়ে যায় । আমি তো সদাই পিতা, আমি বালক হই না । আমার একটাই নাম - শিব। তোমাদের ৮৪ নাম হয়, কারণ তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । আমি পরমপিতা তো বিন্দু রূপ। কেবলমাত্র পূজা করার জন্য ভক্তিমার্গের মানুষ বড় লিঙ্গ রূপ বানিয়ে রেখেছে । কারোর যেমন বড় চিত্র বানানো হয়, তাই না । বুদ্ধের অনেক বড় চিত্র বানানো হয় । এতো লম্বা মানুষ তো হয় না । এ তাঁদের সম্মান দান করা হয় । মনে করা হয়, তাঁরা অনেক বড় (উদার) ছিলেন। বাবা তো উঁচুর থেকেও উঁচু, বড়র থেকেও বড়, পরমপিতা পরম আত্মা। বাবা বসে নিজের পরিচয় দান করেন -- আমাকে শিব বলা হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় - তোমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা নিরাকার শিব বাবার সম্মুখে যাই। আমাকে তো সদাই পরমপিতা পরমাত্মাই বলা হবে । আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। পরমাত্মা বসে এই কথা বোঝান। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান আছে । এমন গাওয়াও হয়, পরমপিতা পরম আত্মা, তিনি জ্ঞানের সাগর। তিনি আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সবার প্রথমে তোমাদের আত্ম-অভিমানী হতে হবে । তোমরা দেহী অভিমানী হয়ো না, কিন্তু ড্রামা অনুসারে তোমাদের দেহ-অভিমানী হতেই হবে । বাবা আবার এখন তোমাদের দেহী - অভিমানী বানান।

তোমরা সবাই হলে বাচ্চা । আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা ঠাকুরদাদার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । লৌকিক সম্বন্ধে কেবল পুত্ররাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, কন্যা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না । অসীম জগতের পিতা বলেন, তোমরা সকলেই আত্মা, তোমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে । তোমরা সকলেই আমি পরমপিতা পরমাত্মার ছিলে, আর আছোও। এমন বলা তো হয়, ও গড ফাদার, ও পরমপিতা পরমাত্মা । মানুষ মহিমা করে । কে করে ? আত্মা । ওই লৌকিক ফাদার তো শরীরের, ইনি হলেন আত্মাদের বাবা । আত্মা ডাকতে থাকে, ও পরমপিতা পরমাত্মা । সবাই অবিনাশী বাবাকেই স্মরণ

করার জন্যই এসেছে কারণ রাবণ রাজ্যে দুঃখই দুঃখ। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকেই স্মরণ করা শুরু হয় । স্মরণ তো বাবাকেই করতে হবে, কেননা উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয় । এখানে তো মানুষের অনেকেরই স্মরণ থাকে । গুরুরা একের স্মরণ ভুলিয়ে দেয় । ভগবান যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে গড বা ফাদার কাকে বলা হবে ? বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন -- বাচ্চারা, দেহী অভিমানী হও, উঠতে - বসতে আমাকে (বাবা) স্মরণ করো । মনে করো, আমরা শ্রীমতে চলছি । আমি আত্মা বাবার স্মরণে ভোজন করছি । এই স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে । এই লক্ষ্য হলো অনেক উচ্চ। যোগ কোনো মাসির ঘরের মতো সোজা নয় । মানুষ তো বাবার নামই প্রায় লোপ করে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ তো বাচ্চা । এতো বড় প্রালব্ধ তো অবশ্যই বাবা দিয়েছেন।

বাবা বোঝান - দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাও। এই নাম তো সব পরে রাখা হয়েছে । তাই এই কথা তোমাদের বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে আমরা এই নলেজ পড়ছি । আর এমন কোনো স্কুল নেই যে, যেখানে মনে করা হবে আমি আত্মা । তোমরা জানো যে, প্রথমে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর সতো, রজঃ এবং তমোতে আসি । খাদ তো আত্মার মধ্যেই জমা হয় । আমার মধ্যে তো কোনো খাদ জমা হয় না । আমি এভার পিওর সোনা । তোমাদের আত্মা সব এইসময় আইরন এজেড হয়ে গেছে । মাম্মাও বলবেন - আমি শিব বাবার থেকে যা শুনেছি, তাই তোমাদের শোনাই। শিব বাবা তো নিজেই জ্ঞানের সাগর। এ খুবই বোঝার মতো কথা । বরাবর আমরা বাবার হয়েছি, তিনি আমাদের পড়ান। বাবার কাছে পড়ে আমরা জীবনমুক্ত তৈরী হই। জীবনমুক্ত অর্থাৎ এই শরীরে তো আসতেই হবে কিন্তু কেবলই সুখ ভোগ করা । মুক্তি তো সবাই পায় কিন্তু জীবনমুক্তিতে তো নম্বরের ক্রমানুসারে আসে । মুক্ত তো সমস্ত আত্মারাই হয় । বাবা দুঃখ থেকে অর্ধেক কল্পের জন্য মুক্ত করে দেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের লিবারেট করে জীবনমুক্ত বানাই। এরপর কেউ কয়েক জন্ম, কেউ আবার কয়েক জন্মগ্রহণ করে । জীবনমুক্ত তো সবাই হয় । সদ্গতিদাতা হলেন একজনই। যতো ধর্মস্থাপক আছে সবাই সবাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আমি এসে সবাইকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করি তাই আমাকে লিবারেটার ববলা হয়, মুক্তি - জীবনমুক্তিদাতা বলা হয় । মুক্তি অর্থাৎ নিজের ঘর সাইলেন্সধামে যাওয়া । বাবাও পরমধাম থেকেই আসেন, যাকে পরলোক বলা হয় । তোমরা নির্বাণধাম আর স্বর্গধাম, এই দুইকেই স্মরণ করো । স্বর্গ আর নরক এখানেই হয় । এই সময় সবাই জানে যে, এ হলো নরক। মানুষ এখানে কতো দুঃখ পেতে থাকে । গরুড় পুরাণে তো কতো মুখরোচক কাহিনী লিখে দিয়েছে, যাতে মানুষ ভয় পায় আর পাপ করার হাত থেকে রক্ষা পায় তাই এমন সমস্ত কথা বসে বানানো হয়েছে । দ্বাপর থেকে এই শাস্ত্র বানানো শুরু হয় । বাবা বলেন, আমি এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি । তারাই সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী হয় । এই দুই যুগে অন্য কোনো ধর্ম স্থাপনকারী আসেন না, তারপর একে অপরের পিছনে নম্বরের ক্রমানুসারে আসে আর নিজের নিজের ধর্মকে জানে । এই দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যাবে তারপর নিজেদের আর দেবতা বলতে পারবে না । পতিতকে কিভাবে শ্রী - শ্রী বা শ্রেষ্ঠ বলা হবে ? বাবাই তো শ্রেষ্ঠ বানান। দেবী - দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয় । তাঁদের চিত্রও আছে কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারে না যে, দেবী - দেবতা ধর্ম কবে ছিলো, কে স্থাপন করেছিলো । সত্যযুগের আয়ুই লম্বা করে দিয়েছে ।

বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো । এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । তোমরা দেখছো না কি, এখন মুক্তি এবং জীবনমুক্তির গেটস খুলছে ? মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দাতা তো একজনই। এখানে তো দেখো জগৎ মাতার টাইটেলও কাউকে দিয়ে দেওয়া হয় । বাস্তবে জগদম্বা তো ইনি, তাই না । এমন কেউই হবে না, যিনি জগৎ পিতাও, শিক্ষকও, আবার জগৎ গুরুও। যদিও মানুষ নিজেদের উপর অনেক নাম রেখে দেয়, কিন্তু তেমন হয় না । কোথায় ওই লক্ষ্মী - নারায়ণ, আর কোথায় এই বিকারীরা নিজেদের উপর টাইটেল রেখে দেয় । বাস্তবে উঁচুর থেকেও উঁচু পদ তো একজনেরই, সদ্গতিদাতা তো একজনই। রাম বললেও এক নিরাকারকেই বোঝা যাবে ।

বাবা বলেন, ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানে না - কবে আর কে এই ধর্ম স্থাপন করেছিলেন? কেউ কোনো দেবীকে স্মরণ করে, কেউ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, কেউ আবার গুরুকে স্মরণ করে । গুরুর ফটোও আবার কেউ লাগিয়ে দেয় । তোমাদের চিত্র দিয়ে কোনো কাজ নেই। যাঁর কোনো চিত্র নেই, তিনি হলেন বিচিত্র। আত্মা হলো বিচিত্র। বাবাও যেমন বিচিত্র, বাচ্চারাও তেমনই বিচিত্র। আত্মাই শুনতে পায় । বাবা এই তন লোন নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি প্রকৃতির আধার বিনা কিভাবে জ্ঞান দান করবো? কিভাবে রাজযোগ শেখাবো? নিরাকারকেই ভগবান বলা হয় । তাঁকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয় । শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয় যে, পিপল পাতায় করে সাগরের জলে এসেছিলো, এমন কোনো ঘটনা হয় নি । শ্রীকৃষ্ণ তো এই বিশ্বের ফার্স্ট প্রিন্স। ওখানে অন্য কোনো ধর্ম আর ছিলো না । অদ্বৈত রাজ্য ছিলো, তা আবার পরে দ্বৈত রাজ্য হয়ে যায় । তারপর আবার অনেক প্রকারের ধর্ম স্থাপন হতে থাকে । বাচ্চাদের তাই এই কথা বুঝতে হবে যে,

বাবা এই শরীরে এসে আমাদের পড়ান। বাবা বলেন, আমি হলাম অশরীরী, এই শরীরের দ্বারা আমি তোমাদের জ্ঞান দান করি । আমি জ্ঞানের সাগর। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। কেবল ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললে মানুষ বাবার সম্বন্ধ ভুলে যায় । পরমাত্মা হলেন বাবা, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, একথা মানুষ ভুলে যায় । তিনি আমাদের বাবা, ক্রিয়েটর, আমরা তাঁর রচনা । তিনি আমাদের ক্রিয়েট করেছেন। কেউ তো রচয়িতা হবে, তাই না । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- পুরুষ হলো জাগতিক ব্রহ্মা । বাচ্চাদের ক্রিয়েট করে । প্রথমে স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে, তারপর তার দ্বারা বাচ্চা ক্রিয়েট করে । বাবাও বলেন, আমি এনার দ্বারা ক্রিয়েট করি । স্ত্রী তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাই না । বাবাকে বলাও হয়, তুমি মাতাপিতা, তাহলে এই ব্রহ্মা মাতা হয়ে গেলো, এনার দ্বারাই বাবা অ্যাডাপ্ট করেন। তাই তোমাদের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বলা হবে । তোমরা এই ব্রহ্মার দ্বারা বাবার হয়েছো । এ বড় ওয়ান্ডারফুল কথা । শাস্ত্রতে এই কথা নেই। আমাকে বলা হয় নলেজফুল, সর্বজ্ঞ। মানুষ মনে করে, পরমাত্মা সকলের অন্তরের কথা জানেন, তিনি থট রিডার কিন্তু তিনি এতো সকলের থট রিডার কিভাবে হবেন? বাবা বলেন, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। আমি চৈতন্য, আমিই সত্য। আত্মাও চৈতন্য। শরীর অসত্য (অনিত্য), প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হতে থাকে । আত্মার তো আর মৃত্যু হয় না । আত্মা এই নলেজ গ্রহণ করে ।

বাবা বোঝান যে, আমি পরমপিতা পরমাত্মা নির্লিপ্ত, অর্থাৎ দুঃখ - সুখের, বা মিষ্টি - কটুর কোনো প্রভাব আমার মধ্যে পড়ে না । আমি এই সবকিছুর বাইরে, নির্লিপ্ত। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। মানুষ তো এই এই কারণে বলে যে, আত্মা নির্লিপ্ত, কারণ তারা মনে করে আত্মাই পরমাত্মা । একজন বললো -- ব্যস্, তার পিছনে সবাই ফলো করতে থাকলো । বাবা বলেন, আমি নির্লিপ্ত। আমার কোনো টক বা কটু কিছুই লাগে না । এ এনার আত্মা বলে যে, অমুক জিনিস টক। আমার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আছে, যা আমি আত্মাদের পড়াই। তোমাদের প্রত্যেককেই বুঝতে হবে - আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শুনছি । এখানে তো বরাবর ভগবান উবাচঃ । তোমাদের নিশ্চিত করতে হবে - ক্রিয়েটর গড ইজ ওয়ান (সৃষ্টিকর্তা ভগবান হলেন এক)।

সর্বপ্রথমে মুখ্য কথা হলো ভারতের। ভারতকে অবিনাশী খণ্ড বলা হয় । এই ভারত হলো পতিত পাবন বাবার বার্থ প্লেস। এ হলো খুবই উচ্চ খণ্ড। যেই খণ্ডে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী থাকবে । এ তোমরাই জানো যে, বাবা আবার দেবী - দেবতা ধর্মের স্যাপলিং (চারা) লাগাচ্ছেন। যারা এই ধর্মের হবে, তারা এসেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে, একে স্যাপলিং (চারাগাছ) বলা হয় । বাবা বুঝিয়েছেন - তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা এই কান দিয়ে শুনি, পড়ি আর পড়াই। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) চিত্রকে ভুলে বিচিত্র হয়ে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে, দেহী অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

২) দেবী - দেবতা ধর্মের চারা লাগছে, তাই অবশ্যই পাবন হতে হবে । দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে ।

বরদানঃ- অলৌকিক জীবনের স্মৃতির দ্বারা, স্মৃতি আর দৃষ্টির পরিবর্তন করে জীবন্মৃত ভব

ব্রাহ্মণ জীবনকে অলৌকিক জীবন বলা হয়, অলৌকিকের অর্থ হলো এই লোকের মতো নয় । দৃষ্টি, স্মৃতি এবং বৃত্তি, সবেতেই যেন পরিবর্তন হয় । সদা আত্মা ভাই-ভাইয়ের বৃত্তি বা ভাই - বোনের বৃত্তি যেন থাকে । আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে এক পরিবার -- এই বৃত্তি যেন থাকে, আর দৃষ্টির দ্বারা আত্মাকে দেখো, শরীরকে নয় -- তখনই বলা হবে জীবন্মৃত। এমন শ্রেষ্ঠ জীবন প্রাপ্ত করলে পুরানো জীবন আর স্মরণে আসবে না ।

স্লোগানঃ- সদা শুদ্ধ ফিলিংয়ে থাকো তাহলে অশুদ্ধ ফিলিংয়ের ফ্লু কাছেই আসতে পারবে না ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;